দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 17 FEB 2008

সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবী

বাকৃবি'র বিবাহিত ছাত্রীদের হল ছাড়ার নির্দেশ

বাকৃবি সংবাদদাতা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) ছাত্রী হলে আবাসন সংকট নিরসনে ৪৭ বছরের পুরাতন আইনের প্রয়োগ ঘটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি আবাসিক ছাত্রী হলে অবস্থানরত বিবাহিত ছাত্রীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন বাকৃবি প্রশাসন। গত ৬ ফেব্রুয়ারী বিবাহিত ছাত্রীদের ৭ দিনের মধ্যে হল ছাড়ার নির্দেশ দিয়ে এ সংক্রান্ত নোটিশ তাপসী রাবেয়া হলে টাঙানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর ছাত্রী হল সুলতানা রাজিয়াতেও অনুরূপ নোটিশ টাঙানো হয়। গতকাল (শনিবার) "বিবাহিত ছাত্রীদের হল থেকে বহিষ্কারাদেশ

পৃঃ ৮ঃ কঃ ১

বাকৃবি'র বিবাহিত ছাত্রীদের

১২-এর পৃষ্ঠার পর

প্রত্যাহার এবং ডাবলিং না দিয়ে সকল ছাত্রীর সিট নিশ্চিত করার প্রশাসনিক পূর্ব অঙ্গীকার" বাস্তবায়নের দাবী জানিয়ে ওই দু'টি হলের ছাত্রীরা এক সংবাদ সম্মেলন করেন। বাকৃবি সাংবাদিক সমিতিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফারাহ্ খান।

সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রীরা জানান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত ৬১'র অধ্যাদেশের ২৪ নং ধারায় শিক্ষার্থীদের আবাসন সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্তের ক্ষমতা একাডেমিক কাউন্সিলকে প্রদান করা হয়েছে। এই ক্ষমতা বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাগত ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনে গত ২ ফেব্রুয়ারী সুলতানা রাজিয়া হলে এবং ৬ ফেব্রুয়ারী তাপসী রাবেয়া হলে অবস্থানরত বিবাহিত ছাত্রীদের ৭ দিনের মধ্যে হল ছাড়ার নির্দেশ দিয়ে নোটিশ টাঙানো হয়। ছাত্রীরা অভিযোগ করেন, ৬১'র অধ্যাদেশ যখন করা হয় তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্রী ছিল না। এর অনেক বছর পর প্রথম ছাত্রীরা ভর্তি হয়। কিন্তু এতদিন এই অধ্যাদেশ কার্যকর না করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৪৭ বছর পর আজ কেন এই ক্ষমতা বলে বিবাহিত ছাত্রীদের হল থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে। ছাত্রীরা আরও জানান, একজনকে হল থেকে বের করে দিয়ে অন্যদের জায়গা করে দেয়া এটা কোন ধরনের সমস্যার সমাধান? এটা নিঃসন্দেহে অমানবিক ও অযৌক্তিক। সুলতানা রাজিয়া হলে ৩০ জন এবং তাপসী রাবেয়া হলে ৫০ জন বিবাহিত ছাত্রী অবস্থান করছেন। ২০০৮ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত নবাগত ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনে ও বিকল্প আবাসন ব্যবস্থার দাবীতে ছাত্রীরা আন্দোলন করেছে। তারই খেসারত হিসেবে বিবাহিত ছাত্রীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দিয়ে প্রশাসন ঝাল মিটাচ্ছে বলে ছাত্রীরা অভিযোগ করেন। তারা অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবী জানান। অন্যথায় কঠোর আন্দোলনে নামার ঘোষণা দেন।

এ ব্যাপারে বাকৃবি ভিসি প্রফেসর ড. মোশাররফ হোসাইন মিঞা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে ছাত্রীরা নতুনদের সাথে নতুনদের ডাবলিং মেনে নিলে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হতে পারে।